মহানবি মুহাম্মদ (স.)

(অনুপম জীবনাদর্শ)

আকবরউদ্দীন

অবসর

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ১৩-২৬

জন্ম ১৩
বংশ পরিচয় ১৪
প্রাক-ইসলামি আরব ১৬
মক্কা নগরীর বিশেষত্ব ১৮
প্রাক-ইসলামি আরবের ধর্ম ১৯
নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ২১
মানবেতিহাসের যুগসন্ধি ২২
আরবের সংস্কৃতি ও আইয়ামে জাহেলিয়াত ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৭-৩৪

জন্ম, বাল্য ও কৈশোর ২৭
পিতামহের তত্ত্বাবধানে ২৯
পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে ২৯
মেষচারণ-বাণিজ্য ৩১
সেবক সংঘ গঠন ৩২
কাবাগৃহের সংস্কার প্রসঙ্গ ৩৩

তৃতীয় অধ্যায় ৩৫-৩৮

নব জীবনের সূচনা : ব্যবসা ও পর্যবেক্ষণ ৩৫

চতুর্থ অধ্যায় ৩৯-৪৬
সাধনা ও সিদ্ধি ৩৯
সত্যের প্রকাশ ৪৩

পঞ্চম অধ্যায় ৪৭-৫৫
ইসলাম প্রচার ৪৭
প্রকাশ্য প্রচার ৪৯
অত্যাচার ৫০
আবু তালিবের দৃঢ়তা ৫১
প্রলোভন ৫২
হজরত বেলাল (রা.) ৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায় ৫৬-৬৭
হজরত হামজা (রা.) ও হজরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ৫৬
অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি—হাবাশায় হিজরত—আবু বকরের ঘটনা—বয়কট
তিন বছর ৬১
অন্তরীণ ৬৫

সপ্তম অধ্যায় ৬৮-৭১
ইসলাম প্রচারে বাধ-বিপত্তি ও অগ্রগতি ৬৮
তায়েফ গমন ৬৯

অষ্টম অধ্যায় ৭২-৮৪
মক্কার বাহিরে প্রচার ৭২
মদিনা শরিফে প্রচার ও প্রসার ৭৩
'বায়আতে রিজওয়ান'—আকাবার প্রথম বায়াত ৭৫
হিজরত ৭৭
দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৭৯
কুবায় উপস্থিতি ও প্রথম মসজিদ নির্মাণ ৮০
প্রথম জুম'আর নামাজ ও মদিনা প্রবেশ ৮১
হিজরতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ৮১
মদিনার বৈশিষ্ট্য ৮৩

নবম অধ্যায় ৮৫-৯০
মদিনার নূতন জীবন ৮৫
আসহাবে সুফফা ৮৬
আজান ৮৭
আনসার-মুহাজির ভ্রাতৃত্ব ৮৭
সহাবস্থানের নূতন দিগন্ত ৮৯

দশম অধ্যায় ৯১-৯৯
দ্বিতীয় হিজরি কুরাইশগণের অব্যাহত শত্রুতা ৯১
কয়েকটি গোত্রের সঙ্গে চুক্তি ৯৩
বদরের যুদ্ধ ৯৫
মেহজা, হারেসা ইবনে সুরাকা, ওতবা, সায়েরা, ওলীদ ৯৫
যুদ্ধবন্দি ৯৬
সাবীকের যুদ্ধ ৯৮
অন্য ঘটনাবলি ৯৮
কেবলা পরিবর্তন ৯৮

একাদশ অধ্যায় ১০০-১০৫
ওহুদ যুদ্ধ ১০০
অন্য ঘটনাবলি ১০৫

দ্বাদশ অধ্যায় ১০৬-১১৪
বীরে মাউনা ও রাজীর ঘটনা ১০৬
মদ্যপান হারাম ঘোষিত ১০৮
য়াহুদী প্রসঙ্গ ১০৮
আরব গোত্রসমূহের বিরোধিতা ১১০
খন্দকের যুদ্ধ ১১১
বনু কুরাইজার শাস্তি ও নির্বাসন ১১৩
পঞ্চম হিজরির অন্যান্য ঘটনা ১১৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় ১১৫-১১৮
হুদাইবিয়ার সন্ধি ১১৫
হজরত খালেদ (রা.) ও হজরত আমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ১১৮

চতুর্দশ অধ্যায় ১১৯-১২৯
ব্যাপক ষড়যন্ত্রের পটভূমি ১১৯
হজরত (স.)-কে হত্যার চেষ্টা ১২৩
ওমরাহ আদায় ১২৪
ইসলামের ইতিহাসে মোড় পরিবর্তন ১২৫

পঞ্চদশ অধ্যায় ১৩০-১৪৬
খ্রিস্টানদের সহিত সংঘর্ষ ১৩০
মুতা অভিযান ১৩২
মুতা যুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতি ১৩৬
মক্কায় সত্যের পূর্ণ প্রকাশ ও প্রসার ১৩৭
মক্কা প্রবেশ ১৪০
হাওয়াজেন ও সকিফ গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযান ১৪৩
হজরত (স.)-এর পুত্রের মৃত্যু ১৪৬

ষোড়শ অধ্যায় ১৪৭-১৫৭
নবম হিজরিতে ১৪৭
মুসলমানদের হজ যাত্রা ১৪৯
সমগ্র আরবে ইসলামের প্রসার ১৫০
বিদায় হজ ১৫২

সপ্তদশ অধ্যায় ১৫৮-১৬৩
শেষ বিদায় ১৫৮

অষ্টাদশ অধ্যায় ১৬৪-১৮৬
মহানবি (স.)-এর চরিত্র ১৬৪
দৈন্য বরণ ১৬৬
উম্মতের জন্য মর্মবেদনা ১৭২

ঊনবিংশ অধ্যায় ১৮৭-২০৮
পরিশিষ্ট ১৮৭

মহানবি মুহাম্মদ (স.)

(অনুপম জীবনাদর্শ)

প্রথম অধ্যায়

জন্ম

ইসলামের মহানবি, পৃথিবীর শেষ পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রবিউল আওয়াল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের এক সোমবার সুবহ-সাদেকের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন মক্কা নগরীতে।

সাধারণত ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ তারিখেই ইন্তিকাল করিয়াছিলেন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দিনটি সোমবার সম্বন্ধে সকলেই একমত। কিন্তু তারিখ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতানৈক্য দেখা যায়। মিশরের খ্যাতনামা জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ মাহামুদ পাশা কালামী চান্দ্রমাস অনুসারে হিসাব-নিকাশ করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, মহানবির জন্মতারিখ ৯ই রবিউল আউয়াল (সোমবার) সেদিন ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল।

মতভেদ যা-ই থাক, জন্মদিবস যে রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের সোমবার এ বিষয়ে শাস্ত্রবিদগণ সকলেই একমত। যে মহাপুরুষ বিশ্বজগতের এক চরম সংকট-সন্ধিক্ষণে সর্ব-মানবের হিতার্থে ও কল্যাণে চিরন্তন সত্যের মহিমাময় বার্তা বহন করিয়া ধরা-ধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি সমগ্র মানব জাতিকে সত্য ও সুন্দরের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সাথে অবস্থান করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার জন্মতারিখ ৯ই রবিউল আউয়াল হোক অথবা ১২ই হোক তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাঁহার মাধ্যমে আসিয়াছিল আল্লাহ-তা'লার বাণী—যে-আল্লাহ 'এক, কাহারো মুখাপেক্ষী নন, কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই এবং তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই।' (সুরা এখলাস)—সমগ্র বিশ্বের জন্য এই মর্মবাণী যিনি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু তারিখ হিসেবে দু-একদিন এদিক-ওদিক হওয়াতে তাঁহার জন্ম, তাঁহার কর্ম, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার বিরাটত্ব, কোনোকিছুরই বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম হয় না। বস্তুত তিনি যে অমর,

তিনি যে চিরন্তন! মানুষ যতদিন থাকিবে, পৃথিবী যতদিন থাকিবে, এমনকি ইহকালের পৃথিবী ধ্বংসের সেই মহাদিবসের পর নতুন যে-পৃথিবী যে-কাল সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন পরম স্রষ্টা, সেদিনও হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) থাকিবেন সকলের পুরোভাগে। তাঁর পূত-বদন হইতে সেদিনও তিনি নিজের কল্যাণ কামনার পরিবর্তে প্রার্থনা করিবেন, নির্গত হইবে উম্মতের কল্যাণ : ইয়া উম্মতি, ইয়া উম্মতি!

বংশ পরিচয়

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ্; মাতার নাম আমিনা।

মহানবি (স.) হজরত ইব্রাহীম (আ.) এর বংশধর।

প্রায় সকল সিরাত ও ইতিহাসবেত্তার মতে হজরত ইব্রাহীম (আ.)-এর চল্লিশতম অধস্তন পুরুষ আদনান। আদনান হইতে মহানবি (স.) পর্যন্ত বংশপরম্পরায় :

মুহাম্মদ-বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল মোত্তালেব বিন হাশেম বিন আবদুল মন্নাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররা বিন কাআ'ব বিন লুওয়াই বিন গালেব বিন ফেহের বিন মালেক বিন নযর বিন কিনানা বিন খুযাইমা বিন মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস বিন মুযার বিন নেযার বিন মা'আদ বিন আদনান।

['বিন' অর্থ পুত্র। যথা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্, অর্থ আবদুল্লাহ্ পুত্র মুহাম্মদ।]

হজরত ইব্রাহীম (আ.) বিবি হাজেরা ও পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-কে সঙ্গে করিয়া মক্কায় আসিয়া কাবাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। যে-গৃহ একদিন ছিল পর্ণকুটির, পরবর্তীকালে তাহাই হইল সারা বিশ্বের জাতিবর্ণ দেশ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের কেন্দ্রস্থল যেদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়ে সকলে। কাবাগৃহ আজ বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের প্রতীক।

সেই সহস্র সহস্র বছর পূর্বেও হজরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নির্মিত কাবাগৃহ ছিল স্বল্পলোক বসতিসম্পন্ন মরুময় আরবের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত গোত্রসমূহের তীর্থস্থান। ফলে কাবার মর্যাদা অন্য সকল মন্দির ও তীর্থস্থান অপেক্ষা ছিল অনেক উচ্চে। আদনানের বংশধরগণ ছিলেন কাবার রক্ষক। অন্য কথায়, তাঁহারাই ছিলেন পুরোহিত বংশ। কালক্রমে তাঁহারা কুরাইশ বংশ নামে খ্যাত

হন। কাবার রক্ষণাবেক্ষণ, তীর্থযাত্রীদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁহারা তত্ত্বাবধান করিতেন। কাহারও কাহারও মতে নযর বিন কেনানা সর্বপ্রথম কুরাইশ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; কাহারও কাহারও মতে ফেহের বিন মালেক এবং ইহাই সম্ভবত সত্য। পরবর্তীকালে বংশ ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কুরাইশ গোত্রের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য মতদ্বৈধতা দেখা দেয়—এমনকি যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। যাহা হোক, দূরদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় আপস নিষ্পত্তি হয়। তাহাতে সাব্যস্ত হয় যে, এক এক পরিবার এক একটি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিতামহ আবদুল মোতালেবের দশটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি মানত করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার দশটি পুত্রই যৌবনে পদার্পণ করে তাহা হইলে তাহাদের একজনকে দেবতার নামে কুরবানি করিয়া দিবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুত্রদের সঙ্গে লইয়া তিনি কাবাগৃহের পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইয়া কুরবানির জন্য কাহার নাম উঠে তজ্জন্য লটারি করিতে বলেন। লটারিতে আবদুল্লাহ্‌র নাম উঠিল। আবদুল্লাহ্ ছিলেন সকলের প্রিয়। তাঁহার ভগ্নিরা আবদুল্লাহ্‌র পরিবর্তে দশটি উট কুরবানি দিতে অনুরোধ করে। পুনরায় আরম্ভ হইল আবদুল্লাহ্ ও দশটি উটের সঙ্গে লটারি। তাহাতেও আবদুল্লাহ্‌র নাম উঠিল। পরিবর্তে অবশেষে উটের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে একশত উটের সঙ্গে আবদুল্লাহ্‌র লটারির ক্ষেত্রে উটের নাম উঠিল। তখন আবদুল্লার পরিবর্তে একশত উট কুরবানি দেওয়া হইল এবং আবদুল্লাহ্‌র জীবন রক্ষা পাইল। এই আবদুল্লাহ্‌ই মহানবির (স.)-এর পিতা।

ইহার কিছুদিন পরে জোহরা গোত্রের ওয়াহাব ইবনে আবিদ মন্নাফের কন্যা বিবি আমিনার সাথে সতের বছর বয়স্ক আবদুল্লাহ্‌র বিবাহ হয়।

সেকালে মক্কায় আরবের অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। আরবীয় বণিকদল পোতযোগে সমুদ্র পাড়ি দিয়া মাকরান, সিন্ধু দেশ, মালাবার, কোচিন, সিংহল, চট্টগ্রাম পার হইয়া সুদূর চীন পর্যন্ত সওদাগরি উপলক্ষে যাইত। এই দূরদূরান্ত হইতে নানা প্রকার সওদা আনিয়া স্থলপথে সিরিয়া, রোম প্রভৃতি দেশে চালান দিত। মক্কার অনেকে এইরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রভূত ধন উপার্জন করিত এইরূপে। কথিত হয়, হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন ইসলাম কবুল করেন তখন তিনি চল্লিশ সহস্র দিনারের মালিক ছিলেন। ইসলাম কবুল করিবার পর তিনি সমস্ত অর্থ আল্লাহ্ তা'লার রাহে দান করিয়াছিলেন।

প্রাক-ইসলামি আরব

যদিও বর্তমান পুস্তকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত কথা সাধারণভাবে পাঠকদের সম্মুখে সংক্ষেপে পেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য, তথাপি হুজুরে আকরামের জন্মকালে সমকালীন আরবের সামাজিক ও আনুষঙ্গিক অবস্থা না জানিলে প্রাক-ইসলাম ও ইসলামোত্তর কালের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। এই কারণে সংক্ষেপে হইলেও তৎকালীন পরিস্থিতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন।

আরবের মানচিত্র লক্ষ করিলেই দেখা যাইবে, এই ভূখণ্ডের পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে আরব সাগর, পূর্বে প্রধানত ইরান ও উত্তরে সিরিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ড। আরবের মধ্যবর্তী অঞ্চল বৃক্ষলতাহীন মরুভূমির উপর—মাঝে মাঝে দূরে দূরে যেন যাত্রীকে আশ্রয় দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরূদ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে হজরত ঈসার (আ.) জন্মের অন্তত দুই হাজার বছর পূর্বেও দক্ষিণের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা, ইরানের সন্নিকটবর্তী অঞ্চল, উত্তরের মেসোপটোমিয়া ও সিরিয়া অঞ্চলসমূহে এক উচ্চ সমৃদ্ধ সভ্যতা বিরাজ করিত। মেসোপটোমিয়া অঞ্চলের সুমেরীয় সভ্যতা এখন সর্বজনস্বীকৃত। গ্রিক, রোমক ও ইরানি সভ্যতার প্রভাব যে সিরিয়া ও সন্নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইহাতেও সন্দেহ নাই। দক্ষিণাঞ্চলের ইয়েমন ও হাজরা মাউতের বহু পুরাকীর্তির নিদর্শন সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত হওয়ার পর ঐ সকল এলাকার প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ আর নাই। অতি সম্প্রতি মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে হজরত সোলায়মানের স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার বিষয় জানা গিয়াছে।

অথচ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণের অঞ্চলগুলিতে এইরূপ প্রাচীন সভ্যতা থাকা সত্ত্বেও মধ্য আরবের প্রায় জনমানবহীন মরুভূমিরূপে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র রহিয়া গিয়াছিল। এই সকল অঞ্চলে অর্থাৎ মরুভূমির মধ্যে বাস ছিল বেদুইন গোত্রসমূহের। ইহারা কখনো এক স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারিত না। তাঁবুতে ইহারা বাস করিত। উট ছিল ইহাদের বাহন। খাদ্য ছিল ক্ষুদ্র মরূদ্যানে প্রাপ্ত সামান্য আহার্য এবং বাণিজ্য কাফেলা লুটপাট করিয়া যাহা পাওয়া যাইত। দিনের প্রচণ্ড সূর্য-কর-তপ্ত আকাশ, তেমনি তপ্ত বাতাস, নিম্নে অগ্নিতপ্ত